রিসালা নং: ১২৯

পাখি ও অন্ধ সাপ

(উপার্জনের ৩২টি রূহানী চিকিৎসা সম্বলিত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	হালাল সম্পদের আধিক্য থেকে বেঁচে থাকা (ঘটনা)	২৪
পাখি ও অন্ধ সাপ	৩		
আল্লাহ্ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন	৫	সম্পদশালীদের (ধনীদের) মিথ্যার ১৬টি উদাহরণ	২৪
গরীবরাই এগিয়ে গেল (ঘটনা)	৬		
দারিদ্রতার সংজ্ঞা	৮	রিযিক ইত্যাদির ৩২টি রূহানী চিকিৎসা	২৬
দারিদ্রতার ফযীলতের উপর ৯টি হাদীস শরীফ	৮	(১২) রিযিকে বরকতের অনন্য ওযীফা	২৬
		বছরের মধ্যে সম্পশালী হওয়ার আমল	২৯
"রাজী" (বা সন্তুষ্টির) সংজ্ঞা	১০	ব্যবসায় উন্নতি লাভ করার ব্যবস্থাপত্র	৩০
দারিদ্রতা হুযুর পুরনূর ﷺ এর মুহাব্বতের উপহার (ঘটনা)	১২	ধন-সম্পদের নিরাপত্তার জন্য	৩০
		চাকরী লাভের ওযীফা	৩০
হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল	১২	আদান-প্রদানের ওযীফা	৩০
এক হাজার দিনার সদকা করা থেকে উত্তম আমল	১৩	ইন্টারভিউতে সফলতার জন্য	৩১
		চুরি থেকে নিরাপত্তার জন্য	৩১
তোমার দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম (ঘটনা)	১৩	যদি কাজ কর্মে মন না বসে তবে ...	৩১
		অভাব থেকে মুক্তি	৩২
গরীব শাহ্জাদার উপর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ইনফিরাদী কৌশিশ	১৪	অফিসারে অসন্তুষ্টির ৩টি রূহানী চিকিৎসা	৩২
		(২৭) আসবাবপত্র, গাড়ী, ঘর বিক্রির জন্য	৩৩
অভাব গোপন রাখার ফযীলত	১৫	মানুষ হারিয়ে গেলে.....	৩৩
দুই মৎস শিকারী (ঘটনা)	১৫	রিযিকের দরজা খোলা	৩৩
জাহান্নামে সম্পদশালী ও মহিলাদের সংখ্যা বেশি	১৫	উঁই পোকার চিকিৎসা	৩৩
		উঁই পোকার থেকে নিরাপত্তার জন্য	৩৪
মহিলাদের স্বর্ণের অলংকারের উপরও যাকাত ফরয হতে পারে	১৭	পন্য ক্রয় ইচ্ছানুয়ায়ী হওয়া	৩৪
		তথ্যসূত্র	৩৫
ঘরে এক মুষ্টি পরিমাণ আটা নেই আর আপনি... (ঘটনা)	১৭		
অভিযোগ করা উচৎ নয়	১৮		
দারিদ্রতার ৪৪টি কারণ	১৯		
দারিদ্রতা থেকে মুক্তি	২১		
খালি ঘরে সালাম পেশ করার পদ্ধতি	২২		
সম্পদশালী হওয়া কি খারাপ?	২৩		

এক চুপ শত সুখ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পাখি ও অন্ধ সাপ

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার, নবীয়ে মুখতার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার উপর কোন মুসীবত আসে তার উচিৎ আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা, আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা বিপদ-আপদকে দূরীভূতকারী।

(আর কওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা, বুস্তানুল ওয়ায়েজীন লিয যাওজী, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাখি ও অন্ধ সাপ

ডাকাতদের একটা দল ডাকাতি করার জন্য এমন জায়গায় পৌঁছে, যেখানে তিনটি খেজুর গাছ ছিল। ঐ গাছগুলোর মধ্যে একটি গাছ শুকনো (অর্থাৎ- খেজুর বিহীন) ছিল। ডাকাত সরদারের বক্তব্য হল: আমি দেখলাম, একটি পাখি ফলদার গাছ থেকে উড়ে শুকনো গাছটির উপর গিয়ে বসল আর কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে উড়ে পূনরায় ফলদার গাছের উপর গিয়ে বসে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

অল্পক্ষণ পর সেখান থেকে উড়ে গিয়ে পূনরায় ঐ শুকনো গাছের উপর গিয়ে বসে। এভাবে সেটা কয়েকটা চক্কর দিল। আমি অবাক হয়ে শুকনো গাছটির উপর উঠলাম, তখন দেখলাম যে, সেখানে একটি অন্ধ সাপ মুখ খুলে বসে আছে, আর পাখি সেটির মুখে খেজুর রেখে চলে যায়। এটি দেখে আমি কান্না করতে লাগলাম এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করলাম: হে আমার মালিক! একদিকে এই সাপ, যেটাকে মেরে ফেলার জন্য **তোমার নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নির্দেশ প্রদান করেছেন, কিন্তু যখন তুমি সেটির দু'চোখ ছিনিয়ে নিয়েছ তখন সেটির রিযিকের জন্য একটি পাখিকে নিয়োজিত করেছ। অপরদিকে আমি তোমার মুসলমান বান্দা হওয়া সত্ত্বেও মুসাফিরদেরকে ভয় দেখিয়ে, ধমক দিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন করে নিই। ঐ সময় অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসল: "হে অমুক! তাওবার জন্য আমার দরজা খোলা আছে।" এটি শুনে আমি তলোয়ার ভেঙ্গে ফেললাম এবং বলতে লাগলাম: "আমি আমার গুনাহ থেকে ফিরে আসলাম, আমি আমার গুনাহ থেকে ফিরে আসলাম।" অতঃপর ঐ অদৃশ্য আওয়াজ শুনা গেল: "আমি তোমার তাওবা কবুল করে নিলাম।" যখন আমার সাথীদের কাছে এসে এসব ঘটনা বললাম; তখন তারাও বলতে লাগল: "আমরাও আমাদের প্রিয় **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে আপোষ করে নিচ্ছি।" সুতরাং তারাও সত্য অন্তরে তাওবা করে নিল আর সবাই হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর দিকে রওনা হয়ে গেল। তিনদিন সফর করার পর (আমরা) একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছি, তখন সেখানে এক অন্ধ বৃদ্ধা দেখতে পেলাম, যে দলের "সরদারের" নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করল এই কাফেলায় কি সে আছে? আমি সামনে অগ্রসর হয়ে বললাম: জ্বী, হ্যাঁ! আমিই সেই, বলো কি কথা?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

বৃদ্ধা উঠলো এবং ঘরের ভিতর থেকে কাপড় বের করে আনলো আর বলতে লাগলো: কিছুদিন হলো আমার নেক্কার পুত্রের ইন্তিকাল হয়েছে, এটা তারই কাপড়। আমাকে তিনরাত যাবত **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নযোগে তাশরীফ এনে তোমার নাম ধরে ইরশাদ করেছেন: "সে আসছে! এ কাপড়গুলো তাকে দিয়ে দিও।" আমি তার থেকে ঐ বরকতময় কাপড়গুলো নিলাম এবং পরিধান করে আপন সাথীদের সাথে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর দিকে রওনা হয়ে যায়। (রওযুর রিয়াহীন, ২৩২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাহ! আমার মালিক! তোমার কি অপূর্ব শান! তুমি পাখিকে অন্ধ সাপের খাদেম বানিয়ে দিয়েছ! তোমার রিযিক প্রদানের ধরণই কেমন চমৎকার!

আল্লাহ্ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন

রোজগারহীনতা এবং রুজিতে সংকীর্ণতার উপর আতঙ্কিত ব্যক্তিরা! শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়োনা! ১২তম পারার ১ম আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর জমিনে বিচরণকারী এমন কিছু নেই, যার জীবিকা **আল্লাহ্**র অনুগ্রহের দায়িত্বে নয়।

www.dawateislami.net

লুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এ আয়াতে করীমার পাদটীকায় প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "নূরুল ইরফানে" উল্লেখ করেন: জমিনে বিচরণকারীদের কথা এজন্য বলা হয়েছে, যেহেতু আমরা সেগুলোকে দেখতে পায়। অন্যথায় জ্বীন, ফেরেস্তা ইত্যাদি সকলকে **আল্লাহ্ তাআলাই** রিযিক প্রদান করে থাকেন। তাঁর রিযিক দানের গুনটি কেবল জীব-জন্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যে যেই ধরণের রিযিকের উপযুক্ত সে সেই এক ধরণের রিযিকই পেয়ে থাকে। মায়ের পেটে সন্তান এক ধরণের রিযিক পেয়ে থাকে, ভূমিষ্ট হওয়ার পর দাঁত উঠার পূর্বে ধরণের, আবার বড় হয়ে আরেক ধরনের (রিযিক পেয়ে থাকে)। মোটকথা دَآبَّة (অর্থাৎ- জমিনে বিচরণকারী) এর মধ্যে এবং রিযিকের মধ্যেও সাধারণ ভাবে (সকলে অন্তর্ভূক্ত)। (নূরুল ইরফান, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

গরীবরাই এগিয়ে গেল (ঘটনা)

বারগাহে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মধ্যে একবার গরীব সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আপন প্রতিনিধি প্রেরণ কর, (তিনি) দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন: আমি গরীবদের প্রতিনিধি হয়ে হাজির হয়েছি। **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমাকে এবং তাদেরকেও মোবারকবাদ যাদের কাছ থেকে তুমি এসেছ! তুমি এমন লোকদের কাছ থেকে এসেছ যাদেরকে আমি মুহাব্বত করি।" প্রতিনিধি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! গরীবরা এ আবেদন করেছে যে, ধনীরা জান্নাতের মর্যাদা সমূহ অর্জন করে নিলো! তারা হজ্ব করে থাকে আর আমাদের এর শক্তি ও সামর্থ্য নেই। তারা ওমরা করে থাকে আর আমরা তা করার সামর্থ্য রাখিনা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তারা অসুস্থ হলে তখন নিজেদের অতিরিক্ত সম্পদ সদকা করে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে নেয়। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার পক্ষ থেকে ফকীরদের (গরীবদের) সংবাদ দাও, তাদের মধ্যে যে (নিজের অভাবের সময়) ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে তার এমন তিনটি বিষয় অর্জিত হবে যা ধনীদের অর্জিত হবেনা। (১) জান্নাতে এমন বালাখানা (অর্থাৎ- সুউচ্চ দালান) রয়েছে যেগুলোর দিকে জান্নাতবাসীরা এমনভাবে দেখবে যেমন দুনিয়াবাসীরা আসমানের নক্ষত্র দেখে থাকে, সেগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দারিদ্রতা অবলম্বনকারী নবী, গরীব শহীদ এবং গরীব মু'মিন প্রবেশ করবে। (২) গরীবরা ধনীদের চেয়ে কিয়ামতের অর্ধ দিনের পরিমাণ অর্থাৎ ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (৩) ধনী ব্যক্তি سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ বলে আর এসব বাক্য গরীবও আদায় করে তবে গরীবের সমপরিমাণ সাওয়াব ধনী পাবেনা যদিও তারা (ধনীরা) ১০ হাজার দিরহামও (এর সাথে) সদকা করে থাকে। অন্যান্য সকল নেক আমলগুলোতেও এ অবস্থা।" প্রতিনিধি ফিরে গিয়ে ফকীরদের (অর্থাৎ গরীবদেরকে) এ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনালেন, তখন তারা বললেন: আমরা সন্তুষ্ট আছি, আমরা সন্তুষ্ট আছি।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৯৬, ৫৯৭ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা। কুতুল কুলুব, ১ম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)

মে বড়া আমীর ও কবীর হোঁ, শাহে দো'সরা কা আসির হোঁ।
দরে মুস্তফা কা ফকীর হোঁ, মেরা রিফআতো পে নসীব হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

দারিদ্রতার সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গরীবরা দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক লাভবান হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! সেই গরীব উত্তম, যে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ও আত্মতুষ্টি অবলম্বন করে এবং কান্না অভিযোগ করা থেকে বেঁচে থাকে। স্মরণ রাখুন! এখানে ফকীর দ্বারা ভিখারী উদ্দেশ্য নয়। দারিদ্রতার সংজ্ঞা হল: "যে বস্তুর প্রয়োজন তা বিদ্যমান না থাকা।" যে বস্তুর প্রয়োজনই নেই যদি তা পাওয়া না যায়, তবে তাকে "দারিদ্রতা" বলা যাবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তির নিকট কাঙ্ক্ষিত বস্তু বিদ্যমানও থাকে এবং তার আয়ত্বের মধ্যেও থাকে, তবে এমন ব্যক্তিকে দরিদ্র বলা হয়না। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা)**

দারিদ্রতার ফযীলতের উপর ৯টি হাদীস শরীফ

(১) "ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ইসলামের প্রতি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে, তার রুজি প্রয়োজন অনুযায়ী হয় এবং সে এটির উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।" **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৫৬)** "কানাআত" তথা অল্পতুষ্টির সংজ্ঞা সামনে আসছে।

(২) "হে ফকীরদের দল! আন্তরিক ভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** বরাদ্দের উপর সন্তুষ্ট থাকো, তবেই নিজের অভাবের সাওয়াব লাভ করবে অন্যথায় নয়।" **(আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮২১৬)**

(৩) "সকল জিনিসের একটি চাবি থাকে আর জান্নাতের চাবি হল ফকীর ও মিসকীনদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে মুহাব্বত করা। এসব লোক কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যশীল হবে।"

(প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯৯৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(৪) "**আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বান্দা হল ঐ ফকীর, যে নিজের রুজির উপর সন্তোষ প্রকাশ করে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।" (কুতুল কুলুব, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

(৫) "হে **আল্লাহ্**! মুহাম্মদের সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক প্রদান করো।" (মুসলিম, ১৫৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৫৫)

(৬) "ফকীর যদি (**আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উপর) সন্তুষ্টি জ্ঞাপনকারী হয়, তবে তার চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই।"

(কুতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

(৭) "দারিদ্রতা দুনিয়াতে মু'মিনের জন্য উপহার স্বরূপ।"

(আল ফিরদউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৯৯)

(৮) "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি চাই সে ধনী হোক বা গরীব, এ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! যদি তাকে দুনিয়াতে শুধু প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হতো।" (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৪০)

(৯) "আমার উম্মতের গরীবরা ধনীদের চেয়ে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৬০) (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৮ থেকে ৫৯০ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)

দৌলতে দুনিয়া ছে বে রগবত মুঝে কর দিজিয়ে,
মেরী হাজত ছে মুঝে যায়িদ না করনা মালদার।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

"রাজী" (বা সন্তুষ্টির) সংজ্ঞা

সম্পদের প্রতি এমন আসক্তি যেন না হয় যে, সম্পদ লাভের উপর খুশি অনুভব হয় এবং এমন ঘৃনা ও যেন না হয় যে, সম্পদ লাভের কারণে কষ্ট হয় আর এগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এমন অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজী বলা হয়। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা)**

কানাআত (অল্পেতুষ্টি) এর শাব্দিক অর্থ: যথেষ্ট মনে করা, ধৈর্যধারন করা, সামান্য জিনিসের উপর সন্তুষ্ট ও খুশি থাকা, যা পায় তা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করা, অতিরিক্ত চাওয়া এবং লোভ থেকে বেঁচে থাকাকে কানাআত (অল্পেতুষ্টি) বলা হয়। **(ফারহাঙ্গে আসফিয়া, ৩য় খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা)**

কানাআত এর ২টি সংজ্ঞা: (১) **আল্লাহ্ তাআলা**র বন্টনের উপর সন্তুষ্ট থাকাকে কানাআত (অল্পেতুষ্টি) বলা হয়। **(আত তারিফাত লিল জুরজানী, ১২৬ পৃষ্ঠা)** (২) যা কিছু আছে তার উপর যথেষ্ট মনে করাই কানাআত (অল্পেতুষ্টি)।

আল্লাহ্ তাআলা যখন কাউকে মুহাব্বত করেন তখন .....

যার ঘরের অধিবাসীরা পৃথক হয়ে যায়, একাকী হয়ে যায়, নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে যায়, তাকেও **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ধৈর্য এবং শুধু ধৈর্যধারণ করাই উচিৎ এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট আশা রাখা উচিৎ যে, তিনি যেন তাকে নিজের প্রিয় বান্দার মধ্যে শামিল করে নেন। যেমন- **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** যখন কোন বান্দাকে মুহাব্বত করেন তখন তাকে পরীক্ষায় লিপ্ত করেন এবং যখন তাকে এর চেয়ে বেশি মুহাব্বত করেন তখন তাকে "নির্বাচিত করেন"।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আরয করা হল: নির্বাচিত করার দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ইরশাদ করলেন: "তার জন্য কেউ (পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ঘরের অধিবাসী) ও কোন ধন-সম্পদ রাখেন না।" **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)**

ওহ ইশকে হাকীকী কি লজ্জত নেহী পা সাকতা,
জু রন্জ ও মুসীবত ছে দু,চার নেহী হো তা।

(ওয়াসয়িলে বখশিশ, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

তার মাথার নিচে পাথরের বালিশ ছিলো (ঘটনা)

প্রিয় গরীবগণ! সত্য বলতে গেলে দারিদ্রতাও অনেক বড় নেয়ামত যখন ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সৌভাগ্যও সাথে পাওয়া যায়। কেননা, গরীব ও মিসকীন কিন্তু ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দার উপর **আল্লাহ্ তাআলার** পরিপূর্ণ রহমতের দৃষ্টি হয়। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যে পাথরকে বালিশ বানিয়ে চাদর আবৃত করে মাটির উপর শুয়েছিল। তার চেহারা ও দাঁড়ি ধূলিময় ছিল। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ্**! তোমার এ বান্দা দুনিয়াতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর (মুসা) عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام প্রতি ওহী নাযিল করলেন: "হে মুসা! আপনি কি জানেন না, যখন আমি আমার বান্দার প্রতি পরিপূর্ণ ভাবে রহমতের দৃষ্টি প্রদান করি তখন দুনিয়াকে তার কাছ থেকে পরিপূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে দিই।" **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

দারিদ্রতা হুযুর পুরনূর ﷺ এর মুহাব্বতের উপহার (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: এক ব্যক্তি **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ খেদমতে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**! আল্লাহ্**র শপথ! আমি আপনাকে মুহাব্বত করি। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "দেখে নাও কি বলছ!" আরয করল: **আল্লাহ্র শপথ**! আমি **আপনাকে** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুহাব্বত করি। সে তিনবার এভাবে বলল। এতে **মুস্তফা জানে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি আমাকে মুহাব্বত করে থাকো তবে দারিদ্রতার জন্য পোশাক প্রস্তুত করে নাও (প্রস্তুতি গ্রহণ করো)। কেননা, যে আমাকে মুহাব্বত করে তার দিকে দারিদ্রতা এর চেয়ে বেশি দ্রুত আসে যেভাবে বন্যা (পানি) ঐ জায়গার দিকে ছুটে যায়, যেখানে তা গিয়ে শেষ হবে।"

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৫৭)

দৌলতে ইশক ছে দিল গণী হে, মেরী কিসমত হে রশকে সিকান্দর।
মিদহাতে মুস্তফা কি বদৌলত, মিল গেয়া হে মুঝে ইয়ে খাযানা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল

হযরত সয়্যিদুনা আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যে (বৈধ) ইচ্ছা পূরণ করার সামর্থ্য লাভ না হয়, এটি থেকে বঞ্চিত হওয়ার উপর আফসোস করার কারণে গরীব ব্যক্তির কাছ থেকে নির্গত আহ্ (শব্দটি) ধনীদের হাজার বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

এক হাজার দিনার সদকা করা থেকে উত্তম আমল

হযরত সায়্যিদুনা দাহ্হাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যে ব্যক্তি বাজারে যায় এবং কোন জিনিস দেখে সেটা ক্রয় করার জন্য অন্তরে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় কিন্তু সাওয়াব লাভের আশায় সে ধৈর্যধারণ করে তবে তার জন্য এ আমল **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় এক হাজার দিনার সদকা করা থেকে উত্তম।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা)

তোমার দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন হারিস হাফী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর খেদমতে কেউ আরয করল: আমার জন্য দোয়া করুন। কেননা, আমি পরিবারের সদস্যদের খরচাদির কারণে চিন্তিত। তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: যখন ঘরের সদস্যরা তোমাকে বলে যে, আমাদের কাছে আটাও রুটি নেই তখন ঐ মুহূর্তে তুমি আমার জন্য দোয়া করিও। কেননা, তোমার ঐ মুহূর্তের দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম। **(প্রাগুক্ত)**

পেরেশানগ্রস্থদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ্য যে, যে (ব্যক্তি) কঠিন দারিদ্র্যতার শিকার হবে সে দুঃখী এবং পেরেশানগ্রস্থও হয়ে থাকবে আর পেরাশানগ্রস্থদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যেমন- **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ফাযায়িলে দোয়া" এর ২১৮ পৃষ্ঠায় যে লোকদের দোয়া সমূহ কবুল হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম নম্বর লেখা হয়েছে: "প্রথমত: মুদতার (অর্থাৎ দুঃখী)" এর টীকায় সায়্যিদী আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" **(হাকিম)**

"এ (অর্থাৎ দুঃখী ও অসহায় এবং পেরেশানগ্রস্থদের দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়য়ের) প্রতি তো স্বয়ং কুরআনে করীমে ইরশাদ বিদ্যমান রয়েছে:

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: না তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং বিপদাপদ দূরীভূত করে দেন।

(পারা- ২০, সুরা- নামল, আয়াত- ৬২)

গরীব শাহ্জাদার উপর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইনফিরাদী কৌশিশ

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সৈয়্যদ বংশের এক ব্যক্তি অধিকাংশ সময় আমার নিকট আসতেন এবং দারিদ্রতা এবং অসহায়ত্বের অভিযোগ করতেন। একবার খুবই চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: যে মহিলাকে পিতা তালাক দিয়েছে সেটা কি ছেলের জন্য হালাল হতে পারে? তিনি বললেন: "না।" আমি বললাম: হযরত আমীরুল মু'মিনীন মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم যার সন্তানদের মধ্যে আপনি অন্তর্ভূক্ত। (তিনি) একাকী অবস্থায় নিজের চেহারা মোবারকের উপর হাত বুলিয়ে বললেন: "হে দুনিয়া! অন্য কাউকে ধোঁকা দে, আমি তোকে এমন তালাক দিয়েছি যার কাছে কখনো ফিরে আসা যায় না।" অতঃপর সৈয়্যদ বংশীয়দের (অভাবের মধ্যে থাকার) মধ্যে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে! সায়্যিদ সাহেব বললেন: **আল্লাহ্**র শপথ! আমার শান্তনা হয়েছে। তিনি এখনো জীবিত আছে (তবে) ঐ দিন থেকে (আর) কখনো দারিদ্রতার অভিযোগ করেননি। **(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

অভাব গোপন রাখার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্যদেরকে শুধুশুধু নিজের দুঃখ শুনানোর দ্বারা পেরেশানী দূরীভূত হওয়া তো দূরের কথা উল্টো মুসীবত গোপন করা এবং ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সাওয়াব অর্জনের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, কোন একজন ব্যক্তিকেও বিনা কারণে নিজের রোগ বা দুঃখ বর্ণনা করে দেয় অথবা কারণ ছাড়া নিজের জিহ্বা, চেহারা কিংবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তার সামনে অস্থিরতা বা অসহায়ত্ব প্রকাশ করে, তবে ধৈর্যের সাওয়াব পাবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ফাযায়িলে দোয়া” এর ২৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ক্ষুধার্ত এবং অভাবগ্রস্থ (ব্যক্তি) যদি নিজের অভাব গোপন করে, (তবে) **আল্লাহ্ তাআলা** সারা বছর তাকে হালাল রিযিক প্রদান করবেন।” (শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০০৫৪)

দুই মৎস শিকারী (ঘটনা)

রোজগারহীনতায় আক্রান্ত, দারিদ্রতায় ভীত হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য কমে যাওয়ার কারণে চিন্তিত হওয়া, সম্পদশালীদেরকে দেখে নিজের দারিদ্রতার উপর অন্তর জ্বালানো ব্যক্তি নিজের চিন্তিত মনকে শান্তনা দেওয়ার জন্য একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন। হযরত সয়্যিদুনা আতা খোরাসানী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: এক নবী عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ السَّلَام সমুদ্রের কিনারা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন দেখলেন; এক ব্যক্তি মাছ শিকার করছে, সে بِسْمِ اللہ (অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলা**র নামে আরম্ভ করছি) বলে সমুদ্রে জাল ফেলল কিন্তু কোন মাছ আসেনি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" **(আল কওলুল বদী)**

অতঃপর আরেক শিকারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন: সে শয়তানের নাম নিয়ে জাল ফেলল তখন এত বেশি মাছ ধরা পড়ল, সেগুলোর পরিমাপ করা কঠিন হয়ে গেল। ঐ নবী عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করল: **"হে আল্লাহ্!** এটা তো জানা আছে যে, এগুলো সব তোমার পক্ষ থেকে কিন্তু এর হিকমত জানতে চাই।" **আল্লাহ্ তাআলা** ফেরেশতাদেরকে ইরশাদ করলেন: "আমার বান্দাকে ঐ দুই (মাছ শিকারীর) পরকালিন মর্যাদা দেখাও!" যখন তারা بِسْمِ الله পাঠ করে জাল নিক্ষেপকারীর অর্জিত আখিরাতের সম্মান ও মর্যাদা এবং শয়তানের নাম নিয়ে জাল নিক্ষেপকারীর অর্জিত আখিরাতের লাঞ্ছনা ও অপমান অবলোকন করালেন, তখন আরয করলেন: **হে দয়ালু মালিক!** আমি সন্তুষ্ট আছি। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)**

জাহান্নামে সম্পদশালী ও মহিলাদের সংখ্যা বেশি

আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম তখন সেখানে বেশি গরীব লোকদের দেখতে পেলাম এবং দোযখ অবলোকন করলাম তখন সেখানে সম্পদশালী এবং মহিলাদেরকে বেশি (দেখতে) পেয়েছি।" **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৬২২)** এক বর্ণনায় রয়েছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সম্পদশালী লোক কোথায় আছে? তখন বলা হয়েছে: তাদেরকে তাদের সম্পদ বিরত রেখেছে।" **(কুতুল কুলুব, ১ম খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)** অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "আমি দোযখে মহিলাদের আধিক্য দেখে জিজ্ঞাসা করলাম তখন বলা হল: তাদের দুইটি লাল বস্তু অর্থাৎ- স্বর্ণ এবং জাফরান (অর্থাৎ- তাদের অলংকার এবং বিশেষ ধরনের রঙ্গিন পোষাক) বিরত রেখেছে।"

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৭ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

মহিলাদের স্বর্ণের অলংকারের উপরও যাকাত ফরয হতে পারে

স্বর্ণ জমা করার আগ্রহী কিন্তু ফরয হওয়া সত্ত্বেও এর যাকাত আদায় করেনা এমন ইসলামী বোনদেরকে এ হাদীস পাক থেকে শিক্ষা নিয়ে ভীত হওয়া উচিৎ। স্মরণ রাখবেন! যাকাত ফরয হওয়ার জন্য উপার্জন করা বা উপার্জনের উপযুক্ত হওযা শর্ত নয়, বরং স্বর্ণ, রূপার অলংকার পরিধানের উপরও শর্তাবলী পাওয়া অবস্থায় যাকাত দেয়া জরুরী। লোভের কারণে স্বর্ণ জমাকারীনীর দুনিয়াতে কমই স্বর্ণ কাজে আসে। যাকাত আদায় না করে লোভী মহিলারা আখিরাতের শাস্তির অনেক বড় আশংকা ক্রয় করে নেয়। **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি হাদীসের অংশ হল: "যে ব্যক্তি স্বর্ণ, রূপার মালিক হয় আর সেটার হক আদায় না করে তবে যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য আগুনের তামার পত্র তৈরী করা হবে সেগুলোর উপর জাহান্নামের আগুন প্রজ্জলিত করা হবে এবং সেগুলো দ্বারা তার পার্শ্ব, কপাল পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখন (একটু) ঠান্ডা হতে থাকবে পূনরায় সে রকম করা হবে। এ কার্যাবলী ঐ দিনে হবে যে দিনের পরিমাণ ৫০০ হাজার বছর। এমনকি বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন সে নিজের রাস্তা দেখবে, জান্নাতের দিকে যাবে নাকি জাহান্নামের দিকে।"

(সহীহ মুসলিম, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৮৭ বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৬৯ পৃষ্ঠার বরাতে)

ঘরে এক মুষ্টি পরিমাণ আটা নেই আর আপনি ... (ঘটনা)

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একদিন আপন বন্ধুদের মাঝে বসা ছিলেন। তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সম্মানিত স্ত্রী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আসলেন এবং বলতে লাগলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

"আপনি এখানে এ সকল লোকদের মাঝে বসে আছেন আর **আল্লাহ্**র শপথ! ঘরে এক মুষ্টি আটাও নেই।" তিনি জবাব দিলেন: "এটা কেন বলছ, আমাদের সামনে একটি ঘাঁটি রয়েছে, যা অতিক্রম করা খুবই কঠিন, যাতে হালকা সম্বল অবলম্বনকারী ছাড়া কেউ মুক্তি পাবেনা।" এটা শুনে তিনি খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। (রওজুর রিয়াহীন, ২৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অভিযোগ করা উচিৎ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কিরূপ অল্পেতুষ্টি পছন্দকারী ছিলেন আর তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সম্মানিত স্ত্রী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ও কেমন অনুগত ছিলেন যে, ঘরে খাওয়ার জন্য কিছু না থাকা সত্ত্বেও সম্মানিত স্বামীর খোদাভীতি পূর্ণ বাক্য শুনে খুশি মনে ফিরে গেলেন। আমাদেরও দারিদ্রতা এবং ঘরোয়া পেরেশানীতে ভীত হয়ে অভিযোগ ও আপত্তি করার পরিবর্তে সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

যবা পর শিকওয়ায়ে রন্জ ও আলম লায়া নেহী করতে,
নবী কে নাম লেওয়া ঘম ছে গাবরায়া নেহী করতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

দারিদ্র্যতার ৪৪টি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে রুজির মধ্যে বরকতের মাধ্যম রয়েছে সেভাবে রুজির মধ্যে সংকীর্ণতারও কিছু কারণ রয়েছে, যদি সে কারণগুলো থেকে বিরত থাকা যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রুজি-রোজগারের সংকীর্ণতা থেকে নিরাপদ থাকবে। সুতরাং দারিদ্রতার ৪৪টি কারণ লক্ষ্য করুন; (১) হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়া (২) খালি মাথায় খাওয়া (৩) অন্ধকারে খাওয়া (৪) দরজায় বসে আহার করা (৫) মৃত ব্যক্তির কাছে বসে খাওয়া (৬) জানাবাত অবস্থায় (অর্থাৎ- স্বপ্ন দোষ ইত্যাদির পর গোসলের পূর্বে) খাবার খাওয়া (৭) খাটের উপর দস্তর খানা বিছানো ব্যতীত খাওয়া। (৮) দস্তরখানায় পাত্র থেকে খাওয়ার জন্য বের করা খাবার খেতে দেরী করা (৯) খাটে নিজে মাথা রাখার জায়গার দিকে বসা এবং খাবার বিছানায় পা রাখার দিকে রাখা (১০) দাঁত দিয়ে রুটি ছেড়া (বারগার ইত্যাদি আহারকারীও সতর্কতা অবলম্বন করলে ভাল) (১১) কাঁচের বা মাটির ভাঙ্গা পাত্র ব্যবহার করা যদিও তা দিয়ে পানি পান করা হয়। (বাসন বা কাপের ভাঙ্গা অংশের দিক দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করা মাকরূহে তানযীহি। মাটির ফাটল ধরা বা এমন বাসন যেসবের ভেতরের অংশ থেকে সামান্য পরিমাণ মাটি উঠে গেছে তা দ্বারা খাবার খাওয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ, কারণ এই স্থানে ময়লা আবর্জনা জমা হয় এবং সেখানে জীবাণু জন্মে পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে) (১২) আহার করেছে এমন বাসন পরিস্কার না করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "খাওয়ার পর যে ব্যক্তি থালা চেটে নেয় ঐ থালা তার জন্য দোয়া করে আর বলে: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করুন যেভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্ত করেছ।"

(জামউল জাওয়ামি, লিস সুয়ূতী, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৫৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "থালা তার জন্য ইস্তিগফার (অর্থাৎ- মাগফিরাতের দোয়া) করতে থাকে।" **(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৭১)** (১৩) যে বাসনে (থালাতে) খাবার খেয়েছে, তাতেই হাত ধোয়া (১৪) খিলাল করার সময় দাঁত থেকে খাদ্যের যেসব অংশ বের হয় তা পুনরায় মুখে রেখে দেয়া (১৫) পানাহারের পাত্র খোলাবস্থায় রেখে দেয়া। (১৬) রুটিকে যেখানে সেখানে এভাবে ফেলে রাখা, যাতে বেয়াদবী হয় ও পায়ে লাগে। **(সুন্নী বেহেস্তী যেওর, ৬০০-৬০১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)** হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুরহানুদ্দিন যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দারিদ্র্যতার যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এগুলোও রয়েছে (১৭) অধিক ঘুমানোর অভ্যাস (এতে স্মরণশক্তি দূর্বল হয় ও মূর্খতা বৃদ্ধি পায়) (১৮) উলঙ্গ হয়ে শোয়া (১৯) নির্লজ্জভাবে প্রস্রাব করা (সাধারণ রাস্তাঘাটে সংকোচহীনভাবে প্রস্রাবকারীরা চিন্তা করুন) (২০) দস্তরখানায় পতিত দানা ও খাবারের অংশ ইত্যাদি উঠিয়ে নেয়াতে অলসতা করা (২১) পিঁয়াজ ও রসুনের ছিলকা জ্বালানো (২২) ঘরে কাপড় বা রুমাল দিয়ে ঝাড়ু দেয়া (২৩) রাতে ঝাড়ু দেয়া (২৪) আবর্জনা ঘরেই রেখে দেয়া (২৫) মাশায়িখের (বুযুর্গদের) আগে আগে পথ চলা (২৬) মাতা-পিতাকে নাম ধরে ডাকা (২৭) হাত কাঁদা বা মাটি দিয়ে ধৌত করা (২৮) দরজার এক পার্শ্বে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো (২৯) টয়লেটে **(wash room)** অযু করা (আজকাল ঘরে এটাচ বাথরুম হওয়ার কারনে এটা ব্যাপক। সম্ভব হলে ঘরে আলাদা ভাবে অযুর ব্যবস্থা করা উচিৎ) (৩০) শরীরের উপরেই কাপড় ইত্যাদি সেলাই করা (৩১) পরিহিত কাপড় দিয়ে মুখ মোছা (৩২) ঘরে মাকড়শার জাল লাগাবস্থায় থাকতে দেয়া (৩৩) নামাযে অলসতা করা। (৩৪) ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া

www.dawateislami.net

(৩৫) ভোরে বাজারে যাওয়া (৩৬) বাজার থেকে দেরী করে আসা (৩৭) নিজের সন্তানকে বদ দোয়া করা (প্রায় মহিলারা কথায় কথায় নিজের বাচ্চাদেরকে বদ-দোয়া করে থাকে আর পরে দারিদ্রতার কারণে কান্নাও করে!) (৩৮) গুনাহ্ করা বিশেষতঃ মিথ্যা বলা (৩৯) চেরাগ (বা মোমবাতি) ফুঁক দিয়ে নিভানো (৪০) ভাঙ্গা চিরুনী ব্যবহার করা (৪১) মাতা-পিতার জন্য কল্যাণের দোয়া না করা (৪২) ইমামা (পাগড়ী) বসে বাঁধা। (৪৩) পায়জামা বা সেলোয়ার (প্যান্ট) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিধান করা (৪৪) নেক আমলে দেরী করা বা ছলচাতুরী করা।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিমি তারীকুত তাআল্লুম, ১২৩-১২৬ পৃষ্ঠা)

দারিদ্রতা থেকে মুক্তি

কতিপয় আমল এমনও রয়েছে যেগুলো করার দ্বারা দারিদ্রতা দূর হয়। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "খাওয়ার আগে ও পরে ওযু করাটা (অর্থাৎ উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা) অভাবকে দূর করে দেয়। আর এটা নবী-রাসুলদের عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ السَّلَام সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

(মু'জামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭১৬৬)

দারিদ্রতার প্রতিকার

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদকে رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিজের ঘরে দাওয়াত দিলেন। খাওয়া শেষে খাবারের যেসব দানা ইত্যাদি পড়ে গিয়েছিল, মুহাদ্দিস সাহেব বেছে বেছে তা খেতে লাগলেন।

www.dawateislami.net

মামুন আশ্চর্য হয়ে বললেন: "হে শায়খ! এখনো আপনার পেট ভরেনি? বললেন: কেন ভরবে না! আসল কথা হচ্ছে, আমার কাছে হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ বিন সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি দস্তরখানায় পতিত টুকরোগুলো খাবে, সে দারিদ্র্যতার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যাবে।" (তারিখে আছবাহান লিল ইছবেহানী, ২য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

(২) রিযিকে বরকতের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট অভাব-অনটনের অভিযোগ করে। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করো এমতাবস্থায় ঘরে কেউ অবস্থান করলে সালাম দিয়ে প্রবেশ করো। আর যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করো এবং একবার "قُلْ هُوَ اللّٰهُ শরীফ" পাঠ করো। ঐ ব্যক্তি উক্ত আমল করল অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন সম্পদশালী করলেন যে, সে নিজের প্রতিবেশীদেরকেও (আর্থিক ভাবে) সহযোগীতা করতে লাগল। (তাফসীরে কুরতুবী, ১০তম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

খালি ঘরে সালাম পেশ করার পদ্ধতি

খালি ঘরে সালাম দেয়ার দু'টি পদ্ধতি পেশ করা হল: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এর ২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) প্রকাশ করা হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ- হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রূহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

আয় মদীনে কে তাজদার সালাম, আয় গরীবো কে গম গুছার সালাম।
মেরে পেয়ারে পে মেরে আক্বা পর, মেরী জানিব ছে লাখ বার সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদশালী হওয়া কি খারাপ?

প্রত্যেক সম্পদশালী খারাপ নয় আর প্রত্যেক গরীব ভাল হয় না। যদি কোন সম্পদশালীর অন্তর সম্পদের মুহাব্বত থেকে খালি হয়, তার সম্পদ তাকে **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণ থেকে উদাসীন না করে এবং সে নিজের সম্পদের সকল শরয়ী হকও আদায় করে থাকে, তবে অবশ্যই সে একজন উত্তম মুসলমান। কিন্তু কোন সম্পদশালী এমন হওয়া খুবই কঠিন। সম্পশালীদের নিকট গরীবদের তুলনায় সাধারণত গুনাহের সরঞ্জাম বেশি থাকে। যার নিকট গুনাহের সরঞ্জাম বেশি থাকে তার জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। অনুরূপ ভাবে দুনিয়াতে যার নিকট সম্পদ বেশি তার জন্য আখিরাতে হিসাবের মুসীবতও বেশি। যেমন-

www.dawateislami.net

লুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হালাল সম্পদের আধিক্য থেকে বেঁচে থাকা (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি তো এ কথাও পছন্দ করিনা যে, মসজিদের দরজায় আমার দোকান হোক, যাতে ব্যবসা আমাকে নামায এবং **আল্লাহ্**র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে এমনকি সাথে সাথে এটাও অপছন্দনীয় যে, আমার ঐ দোকান থেকে প্রতিদিন ৫০ দিনারের (অর্থাৎ ৫০টি স্বর্ণের আশরাফী) লাভ অর্জিত হচ্ছে যা আমি **আল্লাহ্**র রাস্তায় সদকা করে দিব! আরয করা হল: আপনি এ কথা (অর্থাৎ এমন সহজ, হালাল এবং নেকীতে ভরা অধিক উপার্জনকে) কেন অপছন্দ করছেন? বললেন: আখিরাতের হিসাব-নিকাশের কঠোরতার কারণে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা) কেননা, আখিরাতের হিসাব হবে হালাল সম্পদের উপর আর যা হারাম সম্পদ রয়েছে, সেগুলোর জন্য তো শাস্তি রয়েছে।

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুঝছে হিসাব,
বখশ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭১ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)

সম্পদশালীদের (ধনীদের) মিথ্যার ১৬টি উদাহরণ

আজকাল সম্পদের কারণে অসংখ্য গুনাহ সংঘটিত হচ্ছে। ঐ সকল গুনাহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, কতিপয় সম্পদশালী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্পদ সম্পর্কিত মিথ্যা বলতে শুনা যায়। এর **১৬**টি উদাহরণ লক্ষ্য করুন কিন্তু কোন কথাকে গুনাহে ভরা মিথ্যা ঐ অবস্থায় বলা যাবে যখন সে কথা সত্যের বিপরীত হয় এবং জেনে বুঝে বলা হয় এবং তাতে শরয়ী অনুমতির ও কোন অবস্থা না হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

যেমন- (১) সম্পদের প্রতি আমার কোন মুহাব্বত নেই (২) আমি তো শুধু বাচ্চাদের জন্য উপার্জন করি (৩) আমি তো শুধু এজন্য উপার্জন করি যেন প্রত্যেক বছর মদীনায় যেতে পারি (৪) আমি তো **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করার জন্য উপার্জন করি (অথচ বাৎসরিক শুধু ২.৫% যাকাত বের করতেও মন চায়না, গরীবদেরকে খুবই ধমক, ধাক্কা দিয়ে থাকে) (৫) চুরি হওয়া, ডাকাতী হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া বা কোনও কারণে আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেলে বলা: আমার এটার কোন চিন্তা নেই (অথচ হা-হুতাশও বহাল থাকে) (৬) মনোরম দালান তৈরী করে বা নতুন মডেলের চমৎকার কার (গাড়ী) নেওয়ার পর বলা: বন্ধু! নিজের কি আছে! এটা তো শুধু বাচ্চাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা। (অথচ স্বয়ং নিজের মন খুব আরাম প্রিয়) (৭) এতটুকু উপার্জন করে নিয়েছি, ব্যস এখন মন ভরে গেছে (অথচ উক্তিকারী বড় আগ্রহ সহকারে উপার্জনের ধারাবাহিকতা বহাল রাখে এবং নতুন নতুন ব্যবসা শুরু করতে থাকে) (৮) আমি একেবারে অনর্থক ব্যয় করিনা (অথচ জীবন যাপনের ধরণ দেখে তা মনে হয় না) (৯) **আল্লাহ্** অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু আমি সাদাসিদা চলতে পছন্দ করি। (অথচ শরীরের কাপড়, খাওয়ার থালা-বাসন ইত্যাদি তার কথার বিপরীত, আর মুখে সরলতার কথা শোভা পাচ্ছে) (১০) আমি আমার মেয়ে বা ছেলের বিয়ে অনেক সাধারণ ভাবে করিয়েছি (অথচ যতটুকু রাজকীয় খরচ এ বিয়েতে হয়েছে ঐ টাকায় গরীব পরিবারের হয়ত ১০০ বিয়ে সম্পন্ন হত) (১১) ব্যস! ভাই! সবকিছু বাচ্চাদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছি। ব্যবসায় নিজের কোন লেনদেন নেই। (এ উক্তিকারীকে কেউ ঐ সময় দেখে যখন সে নিজের ছেলেদের থেকে ব্যবসার নিয়ম অনুযায়ী হিসাব নিচ্ছে এবং তাদের কান টেনে ধরছে।) (১২) সম্পদের কারণে কখনো অহংকার করিনি

www.dawateislami.net

(এমন উক্তিকারীকে কেউ ঐ সময় দেখে যখন সে কোন গরীব আত্মীয়কে হেয় করে ধিক্কার দিচ্ছে। তার সাথে হাত মিলানোকে নিজের জন্য অপমান মনে করছে বা নিজের কর্মচারীদের উপর গর্জে উঠে) (১৩) ইচ্ছে করছে সবকিছু ছেড়ে মদীনা চলে যায় (বাস্তবে যদি মনে চায় তবে তো মারহাবা! নতুবা মিথ্যা) (১৪) কখনো কারো উপর নিজের সম্পদের প্রভাব দেখায়নি। (কারো বিয়ে-শাদীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অভ্যর্থনা না হওয়া অবস্থায় তার মুখ থেকে বের হওয়া ফুলগুলোকে কেউ শুনলে বা কোন জায়গায় সে নিজের পরিচয় নিজে করাতে দেখলে যে, মা বদৌলত এত এত ফ্যাক্ট্রীর মালিক ইত্যাদি ইত্যাদি তখন এ কথার বাস্তবতা সামনে আসবে) (১৫) এ সম্পদ তো শুধু প্রকাশ্যভাবে, অন্তরের দিক দিয়ে তো আমি ফকীর (তার রূহানী সিটি স্কীন করলে তবে হয়ত লোভ-লালসা সূচিপত্রের উপরিভাগে থাকবে) (১৬) আমরা আমাদের কর্মচারীদের চাকর মনে করিনা ঘরের সদস্য মনে করি (তার কর্মচারীদের মনের কথা যদি জানা যায় তবে সব কিছু সামনে চলে আসবে সে বেচারাদের সাথে কেমন কুকুরের চেয়েও খারাপ আচরণ করে যাচ্ছে)

রিযিক ইত্যাদির ৩২টি রূহানী চিকিৎসা

দারিদ্রতার ১১টি রূহানী চিকিৎসা

(১) يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَاب:- ৫০০ বার (শুরু ও শেষে ১১ বার করে দরূদ শরীফ) ইশার নামাযের পর কিবলামুখী হয়ে অযু সহকারে খোলা মাথায় এমন জায়গায় পাঠ করবেন যেন মাথা ও আসমানের মাঝে কোন বস্তু অন্তরাল না হয়। এমনকি মাথায় টুপিও যেন না থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ইসলামী বোনেরা এমন জায়গায় পাঠ করবেন যেখানে কোন পরপুরুষ অর্থাৎ গাইরে মাহরামের (তথা যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) দৃষ্টি না পড়ে।

(২) يَا بَاسِطُ:- ১০০ বার চাশতের নামাযের পরে পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ রুজিতে বরকত হবে।

(৩) يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام:- ১০০ বার প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করে হালাল রুজির জন্য দোয়াকারী اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ হালাল রিযিক লাভ করবে।

(৪) يَا اَللّٰهُ:- ৭৮৬ বার জুমার পরে লিখে নিন। এটিকে দোকান বা ঘরে রাখার দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং ধন-সম্পদে বরকত লাভ হয়।

(৫) সুবহে সাদিকের পর ফযরের নামাযের পূর্বে নিজের ঘরের চার কোণায় দাঁড়িয়ে يَا رَزَّاقُ ১০ বার পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কখনো এ ঘরে অভাব-অনটন আসবেনা। পদ্ধতি হল: ঘরের ডান দিকের কোণা থেকে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করবেন আর এক কোণা থেকে অন্য কোণায় এভাবে বাঁকা হয়ে হেঁটে যাবেন যাতে চেহারা কিবলামুখীই থাকে এবং প্রত্যেক কোণায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন।

(৬) مَحَمَّدٌرَّسُوْلُ اللّٰهِ اَحْمَدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:- যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ৩৫ বার এটা লিখে নিজের কাছে রাখবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে অদৃশ্য থেকে রিযিক প্রদান করবেন, আর সে শয়তানের অনিষ্ট থেকেও সুরক্ষিত থাকবে।

(৭) يَا لَطِيْفُ:- ১০০ বার পাঠ করে একবার

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿۱۹﴾

(পারা- ২৫, সূরা- শুরা, আয়াত- ১৯) পাঠ করার দ্বারা রিযিকে বরকত হয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

(৮) يَا لَطِيْفُ:- ১০০ বার প্রতিদিন ফযর ও মাগরিবের নামায আদায় করে তিনবার এ দোয়া পাঠ করা রিযিকে বরকতের জন্য খুবই উপকারী।

اَللّٰهُمَّ وَسِعْ عَلَيَّ رِزْقِيْ, اَللّٰهُمَّ عَطِّفْ عَلَيَّ خَلْقَكَ كَمَا صُنْتَ وَجْهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ, فَصُنْهُ عَنْ ذُلِّ السُّوَالِ لِغَيْرِكَ, بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ۔

(৯) يَا وَهَّابُ ও يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ:- প্রতিদিন এক হাজার বার করে পাঠ করা রিযিকের তালাশের প্রচেষ্টার জন্য উপকারী।

(১০) প্রত্যেক নামাযের পরে এ আয়াতে মোবারকা পাঠ করা রিযিকের জন্য খুবই উত্তম।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾

(পারা- ১১, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১২৮-১২৯)

(১১) ফযরের নামাযের পর শুরু ও শেষে ১৪ বার দরূদ শরীফ অতঃপর يَا وَهَّابُ ১৪০০ বার পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কখনো রিযিকে বরকত থেকে বঞ্চিত হবেনা। বরং **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে তার বংশধরও রুজির আধিক্যের কারণে সুখে থাকবে।

(১২) রিযিকে বরকতের অনন্য ওযীফা

এক জন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়া আমার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ইরশাদ করলেন: "তোমার কি ঐ তাসবীহ স্মরণ নেই, যে তাসবীহ ফেরেশতা এবং মাখলুকের, যার বরকতে রুজি প্রদান করা হয়। যখন সুবহে সাদিক উদিত (শুরু) হয় তখন এ তাসবীহ ১০০বার পাঠ কর:

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰه ।"

দুনিয়া তোমার নিকট অপমানিত হয়ে আসবে। ঐ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চলে গেলেন। কিছুদিন পর পুনরায় হাজির হয়ে, আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! দুনিয়া আমার নিকট এত বেশি আসছে, আমি হতবাক! কোথায় উঠাব, কোথায় রাখব! **(আল খাছায়িছুল কুবরা, ২য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)** আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: এ তাসবীহ যথাসম্ভব সুবহে সাদিক (শুরু) হওয়ার সাথে সাথে যেন পাঠ করা হয় নতুবা সকালের আগে, জামাআত যদি আরম্ভ হয়ে যায় তবে জামাআতে শরীক হয়ে পরে সংখ্যা পূর্ণ করুন এবং যেদিন নামাযের পূর্বেও পাঠ করতে না পারেন, তবে সূর্য উদিত হওয়ার আগেও পাঠ করতে পারবেন। **(মলফুজাতে আ'লা হযরত, ১২৮ পৃষ্ঠা)**

বছরের মধ্যে সম্পশালী হওয়ার আমল

(১৩) যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৩০০ বার এবং দরূদ শরীফ ৩০০ বার পাঠ করবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করবেন যা তার কল্পনাতেও আসবেনা এবং (প্রতিদিন পাঠ করাতে) اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এক বছরের মধ্যে আমীর ও সম্পদশালী হয়ে যাবে। **(শামসুল মাআরিফুল কুবরা ওয়ালা তায়িফিল আওয়ারিফ, ৩৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ব্যবসায় উন্নতি লাভ করার ব্যবস্থাপত্র

(১৪) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط:- কাগজে ৩৫ বার লিখে ঘরে ঝুলিয়ে দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে পারবেনা এবং (হালাল রিযিকে) খুবই বরকত হবে। যদি দোকানে ঝুলিয়ে দেয়া হয় এবং যদি ব্যবসা বৈধ হয়, তাহলে اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ ব্যবসায় খুব উন্নতি হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ধন-সম্পদের নিরাপত্তার জন্য

(১৫) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ:- ৯৭ বার পাঠ করে লোহার সিন্দুক, শস্য বা ফসল, গুদাম, সম্পদ ইত্যাদির উপর ফুঁক দেয়ার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিপদাপদ থেকে ধন-সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে।

চাকরী লাভের আমল

(১৬) (মাকরূহ সময় ব্যতীত) দু'রাকাত নফল (নামায) আদায় করুন এবং সালাম ফিরানোর পর يَا لَطِيْفُ ১৮২ বার (শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে জায়েয (বৈধ) এবং সহজ চাকরী বা হালাল রোজগার লাভের জন্য দোয়া করুন, اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ দোয়া কবুল হবে।

আদান-প্রদানের ওযীফা

(১৭) যোহরের নামাযের পর ১১ বা ২১ অথবা ৪২ বার প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে সূরা লাহাব পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আদান-প্রদান হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

ইন্টারভিউতে সফলতার জন্য

(১৮) বৈধ চাকরী ইত্যাদির ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য যেতে হয়, তবে প্রথমে এটা পাঠ করে নিন:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ
كٓهٰيٰعٓصٓ ۔ حٰمٓ عٓسٓقٓ ۔ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সফলতা লাভ হবে।

চুরি থেকে নিরাপত্তার জন্য

(১৯) সূরা তাওবা লিখে বা লিখিয়ে প্লাষ্টিক দিয়ে মুড়িয়ে নিজের আসবাব পত্রের সাথে রাখুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ চুরি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

(২০) يَا جَلِيْلُ:- (অর্থাৎ- হে বুযুর্গীওয়ালা) ১০ বার পাঠ করে নিজের সম্পদ ও আসবাবপত্র এবং টাকা পয়সা ইত্যাদির উপর ফুঁক দিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ চুরি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

(২১) সম্পদ চুরি বা হারিয়ে গেলে, এ আয়াতে মোবারকা অসংখ্যবার পাঠ করার দ্বারা পাওয়া যাবে;

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ
اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۶﴾

(পারা- ২১, সূরা- লোকমান, আয়াত- ১৬)

যদি কাজ কর্মে মন না বসে তবে .....

(২২) يَا اَللّٰهُ:- ১০১ বার কাগজে লিখে তাবীজ বানিয়ে বাহুতে বেঁধে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বৈধ কাজ কর্মে এবং হালাল চাকরীতে মন বসবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" **(হাকিম)**

অভাব থেকে মুক্তি

(২৩) যদি ঘরে অসুস্থতা এবং অভাব-অনটনে জীবন অতিবাহিত হয়, তবে লাগাতার ৭ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর

يَا رَزَّاقُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا سَلَامُ

১১২ বার পাঠ করে দোয়া করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসুস্থতা, অভাব-অনটন থেকে মুক্তি লাভ হবে।

অফিসারের অসন্তুষ্টির ৩টি রূহানী চিকিৎসা

(২৪) অফিসার (বা নিগরান) যার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় সে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অধিকহারে পাঠ করবে বা একবার লিখে বাহুতে বেঁধে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অফিসার (বা নিগরান) দয়া পরবশ হয়ে যাবে।

(২৫) যদি অফিসার বা মালিক কথায় কথায় রেগে যায় এবং ধমক দেয়, তবে উঠতে বসতে সর্বদা يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ পাঠ করতে থাকুন এবং কল্পনাতে অফিসার বা মলিকের চেহারা আনতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে আপনার উপর দয়া পরবশ হয়ে যাবে।

(২৬) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ:- পাঠ করে বা লিখে বাহু ইত্যাদিতে বেঁধে প্রয়োজনে কোন জালিম অফিসারের অফিসে গেলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(২৭) আসবাবপত্র, গাড়ী, ঘর বিক্রির জন্য

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾

(পারা- ১৩, সূরা- ইউসুফ, আয়াত- ৮০) এ আয়াতে মোবারকা পাঠ করে আসাবাবপত্র বা গাড়ীর উপর ফুঁক দিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আসবাবপত্র তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে।

মানুষ হারিয়ে গেলে .....

(২৮) বাচ্চা বা বৃদ্ধ যদি হারিয়ে যায় তবে পরিবারের সকল সদস্য অসংখ্যবার يَا جَامِعُ يَا مُعِيْدُ পাঠ করতে থাকুন। **আল্লাহ্ তাআলা** চাইলে পাওয়া যাবে।

রিযিকের দরজা খোলা

(২৯) يَا وَهَّابُ:- ৩০০ বার ফযরের নামাযের পর পাঠ করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ উপার্জনের দুশ্চিন্তা দূর হবে। (সময় সীমা- ৪০ দিন)

উঁই পোকার চিকিৎসা

(৩০) ঘর বা দোকান ইত্যাদিতে ধরে থাকা উঁই পোকা اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাগজে এ নাম মোবারক সমূহ লিখে সেখানে ঝুলিয়ে দিন, প্রথম খলিফা: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" **(আল কওলুল বদী)**

দ্বিতীয় খলিফা: হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, তৃতীয় খলিফা: হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, চতুর্থ খলিফা: হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, পঞ্চম খলিফা: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا, ষষ্ঠ খলিফা: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ।

উঁই পোকা থেকে নিরাপত্তার জন্য

(৩১) لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ:- ৪১ বার পাঠ করে খোদিত করা হয়েছে এমন জিনিসপত্র এবং কিতাব সমূহ ইত্যাদির উপর ফুঁক দেয়া হলে তবে উঁই পোকা এবং অন্যান্য কীট-প্রতঙ্গ থেকে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিরাপদ থাকবে।

পন্য ক্রয় ইচ্ছানুযায়ী হওয়া

(৩২) بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط:- ক্রয় করার সময় পাঠ করার দ্বারা اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ জিনিস ভাল এবং তাও নিজের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা অনুযায়ী পাওয়া যাবে।

এ রিসালা পাঠ করার পর সাওয়াবের নিয়্যতে অন্য কাউকে দিয়ে দিন

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৮ রবিউল আখির, ১৪৩৬ হিজরী
১৮-০২-২০১৫ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে পাক		রউযুর রিয়াহীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে কুরতুবী	দারুল ফিকির, বৈরুত	বুস্তনুল ওযায়িজীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
নূরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানী মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	আল কওলুল বদী	মুআস্‌সাতুর রাইয়ান
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	আত তারিফাতু	দারুল মানার
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	তালিমুল মুতাআল্লিম	বাবুল মদীনা করাচী
ইবনে মাজাহ	দারুল ফিকির, বৈরুত	খাসায়িছুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	শরহুস শিফা লিল ক্বারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুওজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	শমসুল মাআরিফুল কুবরা	কোয়েটা
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা বৈরুত
আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মলফুজাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
জমউল জাওয়ামি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
তারিখে ইস্পাহানী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	সুন্নী বেহেশতী যেওর	ফরিদ বুক স্টল মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
কুতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফারহাঙ্গে আসফিয়া	সনগ মেয়ল পাবকিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
ইহ্‌ইয়াউল উলুম	দারু সাদের, বৈরুত	হাদায়িকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

নতুন চাঁদ দেখে এ দোয়া পাঠ করা সুন্নাত!

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! এটাকে আমাদের উপর শান্তি ও ঈমান, নিরাপত্তা ও ইসলাম সহকারে উদিত করো। (হে চাঁদ) আমার এবং তোমার রব হল আল্লাহ্ তাআলা।

(আল মুস্তাদরাক, ৫ম খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৮৩৭)

চন্দ্র মাসের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতের চাঁদকে "হেলাল" (নতুন চাঁদ) বলা হয়। এর পরে রাতগুলোর চাঁদকে "ক্বমর" বলা হয়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৫ম খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা) এ দোয়া প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাত পর্যন্ত পাঠ করতে পারেন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net